প্রথম আলো

তারিখ ... OCT 28 2006 ...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

ঈদের ছুটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের মোটরসাইকেল মহড়া

হল নিয়ন্ত্রণে নিতে তৎপর ছাত্রলীগ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ঈদের ছুটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ফাঁকাই থাকে। আবাসিক হলগুলোতে শিক্ষার্থীরা থাকেন না বললেই চলে। তবে এবার ছুটিতে ক্যাম্পাসের চিত্র ছিল অন্য রকম। সাধারণ শিক্ষার্থীরা না থাকলেও ছাত্রদলের অনেক নেতা-কর্মী ছুটিতে হলেই ছিলেন। তারা মোটরসাইকেল নিয়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন ক্যাম্পাস।

অন্যদিকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হলে না থাকলেও জোট সরকারের শেষ সময়ে হলগুলোর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে কমবেশি তৎপর রয়েছে। তারা দু-এক দিনের মধ্যে কয়েকটি হলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে—এমন আভাস পাওয়া যাচ্ছিল ঈদের ছুটির সময়ও।

আর এই ভয়েই ছাত্রদলের নেতারা এবার ঈদের ছুটিতেও হলে অবস্থান করেন। ছাত্রদল ক্যাম্পাসে সার্বক্ষণিক নজরদারির জন্য একটি ভ্রাম্যমাণ দল গঠন করেছে। ক্যাম্পাসের যেকোনো জায়গায় দ্রুত পৌঁছে যাওয়ার জন্য ২০টি মোটরসাইকেল দেওয়া হয়েছে। ২০টি মোটরসাইকেলে ছাত্রদলের ৪০-৫০ জনে একটি দল ক্যাম্পাসে মহড়া দিচ্ছে।

কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে ভ্রাম্যমাণ দ রাজধানীর অন্য যেকোনো স্পটেও দ্রুত পৌঁ যাবে। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই নয় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায়ও এমন ভ্রাম্যমা দল তৎপর রয়েছে। এ দলগুলো প্রয়োজনে অন দলকে সহযোগিতায় এগিয়ে যাবে কেন্দ্রীয়ভাবে সার্বক্ষণিক এসব দলের স যোগাযোগ ও তাদের নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের প্রস্তু প্রকাশ্যে দেখা না গেলেও কমবেশি টের পাও যাচ্ছে। আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এই প্রতিযোগিতা ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের পাশাপাশি সংগঠন দুটি বিদ্রোহী গ্রুপও সমান তৎপর। ছাত্রলীগে পদবঞ্চিতদের তৎপরতাই বেশি লক্ষ করা যাচ্ছে পদবঞ্চিত একটি গ্রুপ ইতিমধ্যে জহুরুল হক হ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। দু-এ দিনের মধ্যে তারা হলটিতে পুরোপুরি নিয়ন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে—এমন আভাস পাওয়া যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট লোকজন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্ক করছেন। ছাত্রলীগ দু-এক দিনের মধ্যে ক্যাম্পা ব্যাপক বোমাবাজি করবে—এমন খব জানিয়েছেন সংগঠনের একাধিক নেতা-কর্মী।

এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যাল কর্তৃপক্ষ ৯ নভেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ব রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত বৃহস্পতিবা বিকেলে সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় এ সিদ্ধা হয়। ঈদ ও পূজার দীর্ঘ এক মাসের বন্ধ শে কাল রোববার বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা ছিল

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য সতর্কত হিসেবে ঈদের আগেই আবাসিক হলগুলো পুলিশ মোতায়েন করেছে। ইতিমধ্যে পুলি জগন্নাথ হল, এস এম হল এবং জহুরুল হ হলে তল্লাশি করেছে। গত বৃহস্পতিবার রা পুলিশ জহুরুল হক হলেও ব্যাপক তল্লা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশকে হলগুলোতে তল্লাশির অনুমতি দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক আ কা ফিরোজ আহমাদ *প্রথম আলোকে* বলেন, ক্যাম্পাসে সহাবস্থান নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট। এ জন্য নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। তিনি ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের মোটরসাইকেল মহড়ার বিষয়ে বলেন, এমন মহড়ার কথা তিনি জানেন না। এ প্রতিবেদকের কাছেই প্রথম শুনলেন। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

মোটরসাইকেল মহড়া প্রসঙ্গে ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ *প্রথম আলোকে* বলেন, বিরোধী দলের লগি-বৈঠা নিয়ে সমাবেশের কর্মসূচির জবাবে তারাও প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সেই প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই মোটরসাইকেল আনা হয়েছে। জরুরি কাজে দলীয় কার্যালয়ে আসা-যাওয়ার জন্য এগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে। মোটরসাইকেল ক্যাম্পাসে কত দিন থাকবে—এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রয়োজন হলে [illegible]